R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
৭ই জুন ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

ভাগীরথী তীরের দীর্ঘ ফাটল জঙ্গিপুরকে যে কোন সময় বিপদে ফেলতে পারে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পারে সদরঘাট পাকুড়তলা থেকে কলেজ ঘাট পর্যন্ত এলাকা জুড়ে ভাগীরথী নদীর তীর বরাবর একটা গভীর ফাটল দেখা দিয়েছে। বছর দুয়েক আগে এই ধরনের ফাটল মেরামতে ইরিগেশন দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বোল্ডার ফেলা হয়েছিল। কিন্তু তাতে সে রকম কোন কাজ না হয়ে ফাটল থেকেই যায়। ফাটলের জন্য বর্তমানে পারাপারে যাত্রীদের ওঠা নামায় বিপদের আশংকা দেখা দিয়েছে। রাতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকায় বিপদের ঝুঁকি নিয়েই লোকজনকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। পুরসভা থেকে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বর্তমানে নদীতে জল বাড়ায় ফাটলের পরিধিও ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে জেলা পরিষদের তৈরী সিঁড়ি এবং পুরসভার সিঁড়ি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তীরের বড় বড় মাটির চাপ নদীতে নেমে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে সাঁঝ-সকালে এক আম ব্যবসায়ী নদীর ধারে প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়ে ফাটলের মাঝে ঢুকে পড়ে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায়। তার করুণ চীৎকারে আশপাশের লোক এসে তাকে উদ্ধার করে বলে খবর। ফাটল মেরামত প্রসঙ্গে পুরসভার ভূমিকা নিয়ে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, 'আমি মাস খানেক আগে ইরিগেশনের ইক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ও ঐ দপ্তরের মন্ত্রীকে চিঠি করে জঙ্গিপুর পারের ভাগীরথী নদীর ফাটল মেরামতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ (শেষ পৃষ্ঠায়)

আমানত ফাউণ্ডেশন ট্রাষ্টের সভায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা : আমানত ফাউন্ডেশন ট্রাষ্টের জেলা অ্যাডভোকেসী (Advocacy) কমিটির উদ্যোগে গত ৩ জুন '০৬ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি ভবনে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমানত ফাউন্ডেশন ট্রাষ্টের স্টেট প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর আব্দুর রউফ। তিনি বলেন, আমাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কুসংস্কার মুক্ত চলমান জীবনের অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। আমানত ফাউন্ডেশন ট্রাষ্টের জেনারেল সেক্রেটারী সাহ আলম বলেন, অ্যাডভোকেসী কমিটির তিনটি শ্লোগান—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ। তিনি প্রতিটি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রয়োজন হলে খাবার এবং পোষাকের খরচ কমিয়ে সন্তানদের লেখা-পড়ার মানসিকতা তৈরী করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মুর্শিদাবাদে সংখ্যালঘুরা শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে। তিনি আরও বলেন, নারী, শিশু পাচার, বাল্য বিবাহ অন্যান্য জেলার তুলনায় মুর্শিদাবাদে বেশী। বাল্য বিবাহ করে বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে পতিতালয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে তাদের। জেলার বাইরে রাজমিস্ত্রি ও অন্যান্য কাজে গিয়ে বারবণিতাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে নিজের স্ত্রী ও সম্ভাব্য সন্তানের শরীরে এইডস্ এর মতো মারাত্মক ব্যাধি এনে দিচ্ছে। নীতি নৈতিকতা ধ্বংস হোক আমেরিকা চায়। এ সবের বিরুদ্ধে আমাদের বিপ্লব করতে হবে। তিনি বেকার যুবক যুবতীদের বেকারত্ব দূরীকরণের চেষ্টা চালিয়ে যেতে বলেন। ট্রাষ্টের অ্যাডভোকেসী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ইসাহাক মাদানী বলেন, কোরান শরীফের প্রথমেই আছে 'একরা' অর্থাৎ পড়। শব্দটি আল্লাহ উল্লেখ করলেও আমরা অনেকে সন্তানদের মধ্যে লেখাপড়ার মন ও মানসিকতা তৈরী করতে পারছি না। এটা লজ্জার বিষয়।

গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস

অসিত রায় : ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (পঃ বঃ) ৬৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস গত ২৫ মে রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে রূপকার শাখা যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে। জঙ্গিপুরের পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, গণনাট্যের জেলা সম্পাদক শ্যামল সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক আশিস রায়, মহকুমা সম্পাদক অম্বুজাপদ রাহা, মহকুমা তথ্য আধিকারিক অমিতাভ ভট্টাচার্য্যর তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্যে প্রকাশ পায় গণনাট্য সংঘের সংগ্রামী ইতিবৃত্ত, বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন' নাটকের না খেতে পাওয়া মানুষদের হাহাকারের কথা। আন্দোলনের পালা বদলের ইতিবৃত্ত। দ্বিতীয় পর্বে ছিল গণসঙ্গীত, আবৃত্তি, কবিতা পাঠ, নৃত্যালেখ্য এবং শ্রুতিনাটক। যা এক কথায় ভাল হয়েছে। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও যান্ত্রিক গোল-যোগ অনুষ্ঠানের ছন্দপতন ঘটালেও সামগ্রিকভাবে সার্থক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।

এম আর ডিষ্ট্রিবিউটারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতি থানার অরঙ্গাবাদের এম আর ডিষ্ট্রিবিউটর শিব-প্রসাদ দাস বিগত ৪/৫ বছর ধরে সুতি-২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের বদলে খাদ্য (এস জি আর ওয়াই) প্রকল্পের হাজার হাজার কুইন্টাল চাল সরকারের পক্ষ থেকে গুদামজাত করে রাখেন। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বছরের পর বছর ধরে উক্ত প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত না করার ফলে ডিষ্ট্রিবিউটরের গোডাউনে উক্ত চাল পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া এম আর ডিষ্ট্রিবিউটর সুতি থানা ও সমসেরগঞ্জ থানার রেশন ডিলারদেরও প্রতি সপ্তাহে চাল-গম ডেলিভারী দিয়ে থাকেন। ঐ এম আর ডিষ্ট্রিবিউটর প্রতি সপ্তাহে দারিদ্র-সীমার নীচে বসবাসকারী (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

প্রসঙ্গ খড়খড়ি

বর্তমানে খড়খড়ির নদীপদবাচ্য হওয়ার যোগ্যতা কতটুকু। বাস্তবিক পক্ষে এখন ইহা একটি খালবিশেষের পর্যায়ে পড়িয়াছে। আমরা ইহাকে খড়খড়ি নদী বলিতেই অভ্যস্ত যদিচ ইহা মনুষ্যসৃষ্ট একটি বহমান খালবিশেষ ছিল।

বহু পূর্বে রঘুনাথগঞ্জ শহর প্রায় প্রতি বৎসর বন্যা কবলিত হইত। তাই শহরকে রক্ষা করিবার জন্য মানকুন্ডুর জমিদারের পক্ষ হইতে শহরের বাহিরে পশ্চিমদিকে একটি লম্বা নদীখাতের মত খনন করা হয়। ইহার জলধারাকে মোগলমারী—বালিয়া হইয়া ভাগীরথী নদীর সহিত মিলাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পূর্বে উৎসমুখে গুজিরপুরের নিকট আখিরা নদীর জলধারা এবং বর্ষায় বর্ষণের জল খড়খড়ির প্রাণ সঞ্চার করিত। তখন ইহার বহমানতা ও নাব্যতা দুইই ছিল। পারাপারের ব্যবস্থা দ্বারা রঘুনাথগঞ্জ শহরের সহিত পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করা হইত। তখন ফেরীঘাটেরও ডাক হইত। নদী পার হওয়ার সময়ক্ষেপণ এবং অন্যান্য অসুবিধাবিধায় মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের পক্ষ হইতে এই নদীর উপর একটি লৌহসেতু নির্মাণ করা হয়। ইহার ফলে শহর হইতে অন্যত্র যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু 'কালস্য কুটিলা গতিঃ'। ক্রমে ক্রমে মোহনার মুখ সংস্কারের অভাবে মজিয়া যায়। খড়খড়ি তাহার বহমানতা ও নাব্যতা হারাইয়া ফেলে এবং ইহা একটি লম্বা খালে পরিণত হয়। কিন্তু তাহার জলধারা দীর্ঘদিন পরিচ্ছন্নই ছিল। স্রোত হারাইবার ফলে ইহা দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বহু জলজ উদ্ভিদের সূতিকাগার হইয়া উঠে। পরিশেষে ইহাকে কচুরিপানায় ছাইয়া ফেলিল। সংস্কারের অভাবে এই কচুরিপানা খালটিকে এমনভাবে ঢাকিয়া ফেলিল যে নদীবুক মজিয়া অগভীর হইতে লাগিল। সুযোগসন্ধানী মানুষ নদীবুকে গড়িয়া তুলিলেন ইটভাটা, মৎস্যচাষের জলাশয়, বাসগৃহ ইত্যাদি। খড়খড়ি নদীর মৎস্যের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল প্রাচুর্য ও স্বাদের জন্য। কিন্তু এখন খড়খড়ির সে পুরাতন ঐতিহ্য আর নাই। এখন ইহা হাজা-মজা জলাশয়; মশকদের রঙ্গভূমি।

বিগত বিধ্বংসী বন্যার পর অনেকেই এই নদীর জলধারাকে প্রবাহিত রাখিবার উপযুক্ততা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু উৎসমুখ হইতে জলধারা আনা বা মোহনার মুখ খোলা সম্ভব কি? উভয় কার্য করিতে গেলে যাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন, সেই 'ম্যাও' সামলাইবে কে?

তাই খড়খড়ি খালবিশেষের পর্যায়েই থাকুক আর মাথাভারি কর্তারাও জাগিয়া ঘুমাক।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

তপশীল জাতি, উপজাতি, অন্যান্য সংরক্ষণ ও তার সমস্যা

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী সমস্ত ভারতীয় জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সমস্ত সুযোগ সুবিধা সমানভাবে ভোগ করবে। কিন্তু ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ স্বার্থে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের কিছু সংখ্যক মানুষকে "পিছিয়ে পড়া" অনুন্নত তকমা এঁটে এদের জন্য অবৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ এর ব্যবস্থা করে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে ধ্বংস করে নিজেদের অপদার্থ-তাকে আড়াল করতে চাইছে। যদি প্রশ্ন ওঠে ভারতের স্বাধীনতা ৫৮ বছর অতিক্রম করার পরও কেন এখনও পিছিয়ে পড়া অনুন্নত শ্রেণী থাকবে। কিন্তু যেভাবে এই সংরক্ষণ করা হচ্ছে তাতে ৫০০ বছর পরও এই শ্রেণী থাকবে কারণ—

১। যে সমস্ত পদবীগোষ্ঠীকে সংরক্ষণের মধ্যে আনা হয়েছে তার বেশী কিছু অংশ বংশানুক্রমিক উচ্চবিত্ত ও বিশেষভাবে উন্নত তারাই এই সংরক্ষণের সুবাদে প্রজন্মগতভাবে সুযোগ নিচ্ছে, অথচ সংরক্ষণহীন বহু মানুষ তাদের থেকে অনুন্নত অথচ উচ্চ মেধা বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত হচ্ছে, এটাই কি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস?

২। যারা সংরক্ষণের সুযোগ পেয়েছে তাদের প্রজন্মরা এমনভাবে মানুষ হচ্ছে যে তারাই বংশানুক্রমিক এই সুবিধা ভোগ করছে এই বলয়ে, নতুন করে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ আসতে পারছেন না। ফলে সংরক্ষণের সময়সীমা যতই বাড়ানো হোক— এই অনুন্নত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ থেকেই যাবে। ভারতের সাধারণ নাগরিক হিসাবে এর সমাধানকল্পে কিছু বলতে চাই।

ক) যে সমস্ত উচ্চবিত্ত ও উন্নত শ্রেণীর মানুষ, যারা সংরক্ষণ আইনের সুযোগ নিয়ে প্রকৃত অনুন্নত শ্রেণীকে ও উচ্চ মেধাসম্পন্ন প্রকৃত গরীব সংরক্ষণহীন মানুষকে দশকের পর দশক ধরে বঞ্চিত করে চলেছে তাদের তপশীল জাতি বা উপজাতি শংসাপত্র অবিলম্বে কেড়ে নেবার আইন প্রণয়ন করা হোক। খ) পরিবার পিছু সংরক্ষণের সংখ্যা নিরূপণ করা হোক। যদি এক প্রজন্মে সরকারী সাহায্য নিয়ে উন্নয়ন ঘটায় তাহলে তার তপশীল জাতি বা যে কোন সংরক্ষণে শংসাপত্রের অবলুপ্তি ঘটানো হোক, কারণ কেউ সংরক্ষনের কোটায় শিক্ষক হলে বা প্রশাসক বা ডাক্তার হলে তার দায়িত্ব থাকবে তার পরবর্তী প্রজন্মকে উন্নত করার, যদি সে না পারে তবে প্রজন্মের পর প্রজন্মের দায়িত্ব সরকার নেবে কেন? সেই জায়গায় যারা প্রকৃত অনুন্নত তারাই সুযোগ পাবে। গ) সংরক্ষণের সুযোগ শুধুমাত্র বয়সের ছাড়, বিনা পয়সায় খাওয়া-দাওয়া, শিক্ষা, পোষাক-আশাক-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে মেধাভিত্তিক পরীক্ষায় নিজের উপযুক্ততা প্রমাণ করার মতো করে তৈরী করা হোক। না হলে আস্তে আস্তে প্রশাসনে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, শিল্পে, কারিগরীতে উৎকর্ষ বলে কিছু থাকবে না। ঘ) নির্বাচন কমিশনের মতো সংরক্ষণ কমিশন গঠন করে গ্রাম-ভিত্তিক নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত পিছিয়ে পড়া অনুন্নত শ্রেণীর সমস্ত ধর্মের মানুষের তালিকা তৈরী করে শংসাপত্র দিতে হবে এবং একবার সরকারী (শেষ পৃষ্ঠায়)

হলুদ খামে সবুজ চিঠি

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

দূর আকাশের নীল ঠিকানায়
হলুদ খামে সবুজ চিঠি
পাঠিয়ে দিলাম—
২০০৬ এর বিশ্বকাপে
ব্রাজিল আবার চাম্পিয়ান হবে
ঘোষণা দিলাম।
পতাকা ফেস্টুনে শহর সাজাও
'গোল' চিৎকারের ভেপু বাজাও
আর সময় কই?
এলাকা দখলের লড়াই হবে
ঢাউস পতাকার বড়াই হবে
ওরে আনরে মই!
জগৎ সংসার চুলোয় যাক
ফুটবল দুনিয়া দিচ্ছে হাঁক
রাত জাগতে হবে—
এখন হাতের কাজকে পায়ে ঠেলে
আমরা সবাই মারাদোনা পেলে
ফুটবল জ্বরে কাঁপতে হবে।

বামফ্রন্টের সপ্তম মন্ত্রীসভাকে

অ ভি ন ন্দ ন

● ● ● ●

এই বাংলার মানুষের চোখে আজ স্বপ্ন ঃ
উন্নয়নের — অগ্রগতির।
শপথ স্বপ্ন পূরণের,
সাফল্যের এই অভিযাত্রায়।
রইলো আমাদেরও অভিনন্দন।

● ● ● ●

॥ জঙ্গিপুর পুরসভা ॥

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
পুরপতি

মায়ের আদেশে আসবাবপত্র গঙ্গায় নিক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৬ জুন বেলা একটা নাগাদ আসবাবপত্র ভর্তি একটি ভ্যান এসে সদরঘাট ফেরীঘাটের কাছে দাঁড়ায়। সেখানে ফেরী মাঝি সুশান্ত হালদারের সঙ্গে ঘাট পারাপারের জন্য ২০ টাকা চুক্তি হয়। মালপত্র বোঝায় করে নৌকাটি মাঝ গঙ্গায় এলে পরিবারের লোকজন একটা একটা করে ফ্রিজ, টিভি, খাট, বাসন, গয়নাপত্র ইত্যাদি গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। নৌকার মাঝি সুশান্ত হালদার জানান, ওদের বাড়ী তারাপীঠের কাছে এক গ্রামে। সদ্য মারা যাওয়া স্বামীর ব্যবহার করা জিনিষপত্র চোখের সামনে থাকলে শোক ভুলতে পারবেন না বলেই নাকি ঐ সব সামগ্রী গঙ্গা পুজোর দিন মা গঙ্গার কোলে নিক্ষেপের আদেশ দেন মা ছেলেদের। এই ঘটনা এলাকাবাসীকে স্তম্ভিত করে।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেণ্ডার ॥

সুপারিনটেনডেন্ট, জঙ্গীপুর সহ-সংশোধনাগার ১-৭-০৬ হইতে ৩১-১২-০৬ সময়ের জন্য জঙ্গীপুর সহ-সংশোধনাগারে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন।

টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ৮-৬-০৬ বেলা ১০-৩০ সময় এবং খোলার সময় ঐ দিন বেলা ১১ টায়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জঙ্গীপুর সহ-সংশোধনাগার অফিসে যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

স্বাক্ষর—
সুপারিনটেনডেন্ট,
সহ-সংশোধনাগার, জঙ্গীপুর
মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং ৩৩০/(২)/তথ্য/মুর্শিঃ তাং ৩১-৫-০৬

ইচ্ছা মতো সন্তান-সন্ততি লাভ

(পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান যা চাইবেন)

আমি মহঃ সালাম সেখ। পর পর দুটি কন্যার পিতা। পুত্র সন্তান লাভের আশায় প্রেসার থেরাপি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ডাঃ জহরলাল চন্দ মহাশয়ের শরণাপন্ন হই। ডাক্তার-বাবুর সুচিকিৎসার মাধ্যমে আমি পুত্র সন্তান লাভ করি। এই আনন্দ সংবাদ যাতে সবাই পান এবং বন্ধ্যাত্ব জীবন কাটিয়ে আমার মতো আনন্দে সংসার জীবন অতিবাহিত করতে পারেন তারজন্য সবাইকে আমার আনন্দ সংবাদ পেঁাছে দিলাম। এছাড়া ডাক্তারবাবু আরও বহু দুরারোগ্য ব্যাধির সুচিকিৎসা করে থাকেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমার মতো সবাই সুখী হোন। নমস্কারান্তে—

চেম্বার ঃ
রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন রোড
(আবগারী অফিসের পাশে)
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ ০৩৪৮৩-২৭৩০৩৩

মহঃ সালাম সেখ
গ্রাম আতাটোলা
পোঃ খেজুরিয়া ঘাট
জেলা মালদা

যে কোন সময় বিপদে ফেলতে পারে (১ম পৃষ্ঠার পর)

জানাই। তার প্রেক্ষিতে গত সপ্তাহে ইরিগেশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আমাকে ফোন করেন। তিনি জানান, পুরসভার চিঠির ভিত্তিতে তাঁরা সরজমিন তদন্ত করে জরুরী ভিত্তিতে ফাটল মেরামতের একটা স্কীম করেন। সেটা রাজ্য দপ্তর থেকে অনুমোদন হয়ে এসেছে। কাজও তাড়াতাড়ি শুরু হচ্ছে। এছাড়া ভাগীরথীর ঐ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা স্থায়ীভাবে মেরামতের জন্য একটা পৃথক স্কীম তৈরী করে রাজ্য দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। স্কীমটা এখনও মঞ্জুর হয়ে আসেনি। পুরপতি আরো জানান, এখন নদীতে জল বাড়ছে। তার ফলে ভাঙ্গনের তেমন কোন আশংকা নাই। তবে জল কমার সময় আবার একচোট ভাঙ্গনের দাপাদাপি শুরু হবে। জল বাড়ার মুখে জরুরী ভিত্তিতে কতটুকু কি কাজ হবে জানি না।'

সংরক্ষণ ও তার সমস্যা (২য় পৃষ্ঠার পর)

সাহায্য পাবার পর তার এই শংসাপত্রের অবলুপ্তি ঘটবে। হিন্দু ধর্মের এক অংশ ছাড়া মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন এই সমস্ত ধর্মের মানুষের মধ্যে কি আর্থিকভাবে দুর্বল, দলিত, অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ নেই ? তারা কেন ভারতের নাগরিক হয়েও এই সুযোগ পাবে না ? ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কিন্তু এই কি ধর্ম নিরপেক্ষতার নমুনা ! বিশাল সংখ্যক অন্য ধর্মের মানুষ ভারতকে তাদের নিজের দেশ হিসাবে কিভাবে ভাববে ? তাদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটবে কিভাবে ? এই জ্বলন্ত সমস্যাকে দৃঢ় ও নিরপেক্ষভাবে সুদূরপ্রসারী ফলাফল বিবেচনা করে স্থায়ী সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান বের করতে হবে।

চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়/রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

দুর্নীতির অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

জনগণের বি পি এল ও অন্তর্দ্বয় যোজনার সস্তা দরের ডাল-চাল তুলে বছরের পর বছর ধরে সেগুলি কালোবাজারিতে বিক্রি করে নাকি ফুলে ফেঁপে উঠেছেন বলে জনগণের অভিযোগ। অপরদিকে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের পচা দুর্গন্ধযুক্ত চাল রেশন ডিলার-দের নিতে বাধ্য করাচ্ছেন। অথচ এই চাল জনগণ নিতে চাইছে না। এর ফলে জনগণ যেমন চাল থেকে বঞ্চিত থাকছে তেমনি রেশন ডিলাররাও চুপচাপ ক্ষতি স্বীকার করছেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় খাদ্য ও সরবরাহ পরিদর্শক ও জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামককে চালের নমুনাসহ বারংবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হচ্ছে না। অরঙ্গাবাদ এম আর ডিষ্ট্রিবিউ-টরের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তদন্ত ও আহারের উপযুক্ত চাল সরবরাহের দাবী জানাচ্ছেন এলাকার মানুষ।

জায়গাসহ বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ায় সদর রাস্তার উপর অশোক জৈনের বাড়ী সংলগ্ন ১৫ শতক জায়গা প্লট করে বিক্রী করা হবে।

বলরাম দাস
(ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষক)

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর মহাবীরতলায় জগন্নাথ মাষ্টারের গলিতে সোয়া তিন শতক জায়গাসহ বাড়ী বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

দিলীপকুমার সাহা
মোবাইল ঃ ৯৭৩২৭৫০৮৭৯

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।